এই শহরে এই বন্দরে

কাইউম পারভেজ

।। বত্রিশ ।।

এই দেওয়ান চলো ঘরে বসে আড্ডা না দিয়ে আমরা বাইরে ধারে কাছে কোথাও ঘুরে আসি। দিনটাও খুব সুন্দর আজ।
ঠিক বলেছো অর্পন। এই মহিলা গুলো খালি ঘরের মধ্যে বসে পুটুর পুটুর।
কি বললে দেওয়ান? আমরা ঘরের মধ্যে বসে পুটুর পুটুর করি? তোমরা দু বন্ধুইতো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আলসে। ঘর কুনো। ঘরের মধ্যে বসে কেবল রাজা উজির মারা। ঘর থেকে বেরুতেই চাও না।
না হিমাদ্রী। তোমার বর আমার বরকে ফেল মারাতে পারবে না।
সেটা কেমন বর্ণা?
আমার অর্পন সাহেব সেই আইলসাকেও হার মানাবে।
কোন আইলসার কথা বলছো হিমাদ্রী?
ওই যে গল্প আছে না? এক আইলসা সে এমনই আইলসা যে বিছানা থেকে উঠতে হবে সেজন্যে চারদিন ধরে শুয়ে আছে। পেট পিঠ এক জায়গায় তবু উঠে খায় না। এমনই অবস্থা। তো আইলসার বন্ধু একদিন এসে দেখে আইলসার এই করুণ দশা। বন্ধুর খুব মায়া হোল। ভাবলো আইলসা যখন উঠবেই না তখন ওকে শুইয়ে রেখে যদি কিছু খাওয়ানো যায়। বন্ধুর সঙ্গে ব্যাগে ছিলো কলা। আইলসাকে বললো - ওই আইলসা কলা খাবি? আইলসা কাতর এবং ক্ষীন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো - ছেলা আছে?
সুপার বর্না, এর ওপর আর হয় না।
শোন হিমাদ্রী তোমাদের অর্পন ভাইয়েরও এমন অনেক কাহিনী আছে। পরে একদিন শোনাবো। সেদিন জানবে আইলসা কাহাকে বলে কত প্রকার এবং কি কি।
ভ্যারভ্যার করবে - না যাবে?
এই চলো। আর দেরী করা যাবে না।
তা কোথায় যাবেন দেওয়ান ভাই?
"চল না দীঘার সৈকত ছেড়ে, ঝাউ বনের ছায়ায় ছায়ায়, শুরু হোক পথ চলা, শুরু হোক কথা বলা"।
থাক আর রোমান্টিকতা দেখাতে হবে না অর্পন। এখন জলদি করে বেরোও।
তা যাবো কোথায়?
গাড়ীতে ওঠো । গাড়ীর যেখানে খুশী সেখানে নিয়ে যাবে।

অর্পন গাড়ী আস্তে চালাও ।
আরে বাবা আস্তেইতো চালাচ্ছি । দেখছো না ১২০ এ যাচ্ছি ।
১২০ আস্তে হোল? লিমিট রয়েছে ১১০ উনি যাচ্ছেন ১২০ এ ।
ভয় নেই । আমি সাবধানেই চালাবো । আচ্ছা দেওয়ান পলাশী থেকে ধানমন্ডি নিয়ে তুমি তো এখনো কিছু বললে না?
অর্পন - পঁচাত্তর থেকে দু হাজার পাঁচ । এ তিরিশ বছরে যে সাহস কেউ দেখাতে পারেনি আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী সে সাহস দেখিয়েছেন । এইটেই আমার কথা ।
না দেওয়ান । তোমার সাথে আমি একমত হলাম না । এ সাহস অন্য কেউ দেখাতে পারলেও দেশে বসে এতো বড় ঝুঁকি কি কেউ নিতে পারতো? বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার হয়ে রায় পর্য্যন্ত হয়ে গেলো অথচ সে রায় কার্যকর হোল না এখনো । পলাশী থেকে ধানমন্ডি দেশে তৈরী হলে ওটা আর শেষ হোত কিনা কে জানে? শেষ করতে দেয়া হোত না । তার আগে অনেকের জীবনই হয়তো শেষ হয়ে যেতো ।
কিন্তু অর্পন ভাই - মজার কথা হোল এ নাটকে কিন্তু কোন ঘটনা বা সংলাপ কল্পিত নয় । সেদিনকার অনুষ্ঠানে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী নিজেও সে কথা বললেন । কেবল বীরঙ্গনা কুলসূমের চরিত্রটাকে তিনি একটু সুপার ইমপোজ করেছেন । তিনি বলেছেন কুলসূমকে তিনি মাত্র একবারই দেখেছেন । জাহানের সাথে কুলসুমের প্রেমের দৃশ্যটা কাল্পনিক । তবে কুলসূম আর জাহান যদি শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে পারতো তবে সব ষড়যন্ত্রের খবর ফাঁস হয়ে যেতো । বঙ্গবন্ধুকে হয়তো সপরিবারে এভাবে প্রাণ দিতে হোত না ।
হিমাদ্রী - সে জন্যেই তো ওদের দুজনকে মেরে ফেলা হোল যেটা নাটকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ।
পলাশী থেকে ধানমন্ডি আসলে একটা ডকু-ড্রামা । বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার ষড়যন্ত্রের সার্বিক ঘটনা সমূহ নাটক আকারে ডকুমেন্টেড করা হয়েছে মাত্র । এগুলোতো সব ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনার সন্নিবেশ । ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীদের চরিত্রে বিভিন্নজন রূপ দিয়েছেন বা অভিনয় করেছেন মাত্র ।
আচ্ছা বর্ণা তোমার কি মনে হয় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী সব সত্য সঠিকভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন? কোন কিছু কি অতিরঞ্জিত করেননি?
শোন হিমাদ্রী - ঠিক এই প্রশ্নটাই সেদিন হলে নাটক শেষে একজন দর্শক গাফ্ফার চৌধুরীকে করেছিলেন ।
তো উত্তরে তিনি কি বললেন?
গাফ্ফার চৌধুরী বললেন - ইতিহাস কেউ সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু বিকৃতি করতে পারে । ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে চলে । আমি কেবল সেই ইতিহাসকে সবার সামনে অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি । যদি কেউ মনে করে আমি ভুল ইতিহাস ভুল তথ্য দিয়েছি তাহলে প্রমান করুক কোথায় তথ্য ভুল । আমি আমার নাটকের মূল উপাত্ত নিয়েছি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় এবং মামলার নথিপত্র থেকে যেগুলো সরকারী তদন্তেই বেরিয়ে এসেছে । এ ছাড়া ঘটনা এবং ইতিহাসের পাত্রপাত্রী যাঁরা এখনো বেঁচে

আছেন তাঁদের সাথে সরাসরি কথা বলেছি। এ নাটকটি করার জন্য আমি পঁচিশ বছর ধরে পড়াশুনা করেছি। তথ্য সংগ্রহ করেছি। দেশে বিদেশে দেশী বিদেশী লেখক, ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক এবং মিডিয়ার মানুষজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ঘটনার বিশ্লেষণ করেছি। তারপর নাটকে হাত দিয়েছি। নাটক যখন তৈরী হোল তখন অভিনয় করার জন্য কোন মানুষ খুঁজে পাইনি। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। দেশ থেকে কেউ সাহস পায় না। অবশেষে পীযুষ বন্দোপাধ্যায় এবং ড. আনোয়ারুল হক রাজি হলেন বঙ্গবন্ধু এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। অনবদ্য অভিনয় করেছেন তাঁরা।

আরেকজন তাঁকে প্রশ্ন করলেন - আপনি জিয়াউর রহমানকে এর মধ্যে জড়ালেন কেন?

খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন তো বর্ণা।

হ্যাঁ তাই। উত্তরে গাফ্ফার চৌধুরী বললেন - জিয়াকে তো আমি জড়াইনি - তিনি নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন ইতিহাসের স্রোতধারায়। তিনিওতো বঙ্গবন্ধু হত্যার ইতিহাসের একজন পাত্র। যেমনিভাবে খন্দকার মোস্তাকও একজন পাত্র। মোস্তাকতো আওয়ামী লীগের লোক এবং বঙ্গবন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাহলে তাকে কি বাদ দিয়ে আমার এ নাটক তৈরী করা উচিত ছিলো? রাম কে বাদ দিয়ে কি রামায়ণ লেখা যায়? প্রশ্নকর্তা তরুনটিকে গাফ্ফার চৌধুরী বললেন - আমি অবশ্যই আপনার সেন্টিমেন্টকে শ্রদ্ধা করি। আপনাদের জন্ম পঁচাত্তরের ঘটনার পরে। আপনারা যখন বড় হলেন তখন জানলেন শেখ মুজিব নামে একজন লোক ছিলো যিনি গনতন্ত্রের বদলে এক দলীয় শাসন বাকশাল করেছিলেন, তাঁর শাসনামলে দেশে স্বজনপ্রীতি দূর্নীতি দুর্ভিক্ষ ছেয়ে গিয়েছিলো, তিনি দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন জেনারেল জিয়াই দেশ উদ্ধার করেছিলেন। তাই না? কিন্তু আমার এ নাটকে আপনারা দেখেছেন কিভাবে একের পর এক দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধুকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলা হয়েছিলো। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে কিভাবে একের পর এক মানুষ জড়িত হয়েছিলো। কিভাবে তাঁর নিজের মানুষরাই তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। নবাব সিরাজের ছিলো একজন মীর জাফর আর বঙ্গবন্ধুর চতুর্পার্শ্বের প্রায় সবাই-ই। এখানে যার যা ভুমিকা ছিলো সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। আপনারা জেনারেল জিয়ার ভক্ত তাই তাঁর ভুমিকা চাক্ষুস দেখতে আপনাদের কষ্ট হয়েছে। কিন্তু সময় একদিন আসবে যখন আমার এই নাটকের মত সব কিছুই আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেদিন হয়তো আমি থাকবো না। তাই যাবার আগে এ নাটকের মাধ্যমে ইতিহাসটা আপনাদের হাতে রেখে গেলাম। গ্রহণ বর্জনের দায়িত্ব আপনাদের।

এ্যাই তোমরা খেয়াল করলে? - গাফ্ফার চৌধুরী একটা দারুন কথা বললেন। সময়ে সব বলে দেবে। আমি সেই রেশ ধরেই এখন একটা কথা বলছি।

বলো অর্পন।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় যখন গাফ্ফার চৌধুরী "আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী" গানটা লিখলেন তখন ছিলো পাকিস্তান আমল। এ গান প্রকাশ্যে মুখ উঁচিয়ে গাওয়া যেত না। পাকিস্তানী এবং ওদের দালালরা বলতো - কিসের একুশে ফেব্রুয়ারী? কিসের রাষ্ট্রভাষা বাংলা? তখন কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি যে আমরা

কোনদিন পাকিস্তানের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হয়ে একদিন স্বাধীন দেশ পাবো। এরপর স্বাধীন দেশ হোল। রাষ্ট্রভাষা বাংলাও হোল। আর এখন সবাই মুখ উঁচিয়ে মন প্রান দিয়ে দল মত বর্ন ধর্ম নির্বিশেষে একুশের প্রভাত ফেরীতে সেই গানই গাইছি। আজ হোক আর কাল হোক তেমনি করেই একদিন সবাই এই পলাশী থেকে ধানমন্ডিকেই মনের মধ্যে গেঁথে রাখবে। নিজের সংগ্রহে এ ইতিহাসকে ধরে রাখবে আগামী প্রজন্মের জন্য।

কিন্তু এখানে তো পলাশী থেকে ধানমন্ডির প্রতিবাদে মিটিং মিছিল হয়েছে। গাফ্‌ফার চৌধুরীর কুশপুত্তলিকাও নাকি দাহ করা হয়েছে।
নিশ্চয়ই করবে। কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাসে যদি আঘাত আসে - কারো রাজনৈতিক মতাদর্শ যদি কেউ প্রশ্নবোধক করে তোলে তবে অবশ্যই তার প্রতিবাদ হবে। না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। বায়ান্নর একুশে আন্দোলনের সময় পুলিশের ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে অধিকাংশ ছাত্ররা মত দিয়েছিলেন। কিন্তু গাজীউল হক, আব্দুল মতিন, কমরুদ্দীন শহুদ, এম আর আখতার মুকুলসহ অন্যান্য সাহসী তরুণরা যদি সেদিন এগিয়ে না যেতেন তবে আজ একুশের ইতিহাস হোত অন্য রকম। ক্রিয়া যেমন থাকবে তেমনি প্রতিক্রিয়াও থাকবে। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাঝ দিয়েই আসল সত্য বেরিয়ে আসবে। আজ যারা প্রতিবাদ করছেন একদিন হয়তো তাঁরাও এ নাটককে গ্রহণ করবেন। তাঁরা প্রতিবাদ করছেন রাজনৈতিক কারণে। রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে। আর রাজনৈতিক আদর্শ বিশ্বাস সব সময়ে সবার ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী হয়না। দেখছো না ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে একজন নেতা আওয়ামী লীগ করছে - বঙ্গবন্ধুর নাম নিতে নিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। তারপর হঠাৎ হিসেবে গড়মিল হোল ব্যাস সব কিছু থুককু দিয়ে তিনি বিএনপিতে যোগ দিয়ে বসলেন। এবার তাঁর মাতম - হায় জিয়া হায় জিয়া। এখন বঙ্গবন্ধুর বদলে জিয়াই তাঁর আদর্শ পুরুষ। নেতা। তেমনি আরেকজন নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে উজ্জীবিত সৈনিক। জিয়ার জন্য "জান" দিতে প্রস্তুত। সামান্য নোমিনেশন যার চেয়ে সেই "জান" মূল্যবান সেটা পেলেন না অমনি জয়বাংলা বলতে বলতে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে ফেললেন। তিনি এদ্দিন ধরে জিয়ার পক্ষে যা বলেছিলেন এবার সেগুলোই উল্টো করে বলতে শুরু করলেন। এমন উদহারণের কোন অভাব নেই। ফলে জিয়ার মূল্য আর বঙ্গবন্ধুর মূল্য বলে কিছু নেই এদের কাছে। ওদের কাছে রাজনীতিটাই বড়। নেতা আদর্শ সত্য মিথ্যা ইতিহাসের কোন বাছবিচার ওদের নেই। রাজনীতিই আসল। রাজনীতি - তাও আবার স্বার্থের রাজনীতির জন্য ওরা যখন তখন নেতা আদর্শ নীতি সব বিকিয়ে দিতে পারে। এই যে সম্প্রতি ঘুরে যাওয়া মওদুদ আহমেদের কথাই ধর না। এক সময়ে আওয়ামী লীগ তারপর বিএনপি, তারপর জাতীয়পার্টি তারপর আবার বিএনপি। ফলে ওঁর কাছে কোন নেতার বা আদর্শের মূল্য আছে কি? ওঁদের মত মানুষের কাছে জিয়া যা বঙ্গবন্ধুও তা এরশাদও যা গোলাম আজমও তা। এমন হাজারো মওদুদ আহমেদ পাওয়া যাবে আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দলে। ফলে ওরা কি করলো আর কি বললো সেজন্য ইতিহাস বসে থাকে না। ইতিহাস অমন রাজনীতির ধার ধারে না। কালের প্রবাহে ইতিহাস চির সত্য - চির প্রতিষ্ঠিত।

আচছা - গাফ্‌ফার চৌধুরী কি এসব প্রতিবাদ কুশপুত্তলিকা দাহের কথা জেনে গেছেন?
আমার মনে হয় নিশ্চয়ই জেনেছেন। কবিতা ভাবীর কাছে শুনলাম গাফ্‌ফার চৌধুরী নাকি বলেছেন - আমি তো মোটেই অবাক হইনি। আমেরিকাতে যখন এ নাটক লাইভ মঞ্চস্থ করা হয় তখনো এমন প্রতিবাদ হয়েছিলো। এতে করে তাঁর উপুরি পাওনাটুকু হোল - তাঁকে এবং এই নাটক নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমসে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এতোদিন নাটকের কাহিনী কেবল বাংলা ভাষাভাষিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো এখন তা অন্য ভাষাভাষিদের মধ্যেও বিস্তৃত। যাঁরা তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন তিনি তাঁদের মঙ্গল কামনা করে বলেছেন - আমি এ নাটক তাঁদের জন্যই করেছি। তাঁদের কাছেই রেখে গেলাম। একদিন - কোন একদিন তাঁরা যখন ভ্রান্ত রাজনীতির কুহক থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন সেদিন তাঁরাই আমাকে এ নাটকের জন্য সাধুবাদ দেবেন। সেদিন হয়তো আমি আর থাকবো না। যেমন করে আছে আমার একুশের গান তেমনি করেই থাকবে পলাশী থেকে ধানমন্ডি।
এই অর্পন এই নাটকের সিডি কার কাছে পাওয়া যাবে?
সেদিন অনুষ্ঠানেতো ঘোষনা দিলো বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদকের সাথে এব্যাপারে যোগাযোগ করতে।
শুনেছি নাটকের সিডি নাকি অলরেডি এসে গেছে।
তাই?
হ্যাঁ। ঝটপট ফুরিয়ে যাচ্ছে।
শোন অর্পন - পরে থাকে কি না থাকে আমাদের জন্য চারটা নিয়ে নাও তাড়াতাড়ি।

সেকি! তোমরা কি কোথাও থামবে না? কিছু খাবে না?
আরে কোথায় যে যাচ্ছি তাইতো জানি না।
এ যে ড্রাইভার সাহেব। আমরা যাচ্ছি কোথায়?
আমরা যে কোথায় যাচ্ছি জানিনা। পলাশী থেকে ধানমন্ডি এসে যেন থেমে গেলাম।
না দেওয়ান এখানেই থামা যাবে না। আমরা গাফ্‌ফার চৌধুরী কে বলবো আপনি দেখবেন - ঠিক ঠিক দেখবেন - আমরা সবাই - গোটা বাঙালী জাতিই একদিন ধানমন্ডি থেকে টুঙ্গিপাড়ায় চলে গেছি। জাতি ধর্ম দল মত নির্বিশেষে আমরা সবাই টুঙ্গিপাড়ায় চলে গেছি। জাতির পিতার কাছে ক্ষমা চাইছি। যত দেরীই হোক । সেদিন একদিন আসবেই। সেদিন আমরা অনেকেই হয়তো থাকবো না। থাকবেন না গাফ্‌ফার চৌধুরীও। সেদিন হয়তো কেউ "পলাশী থেকে ধানমন্ডি"-র দ্বিতীয় পর্ব তৈরী করবেন - "ধানমন্ডি থেকে টুঙ্গিপাড়া"।
আমরা সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম।

(চলবে)